দৈনিক খবর

30 SEP 1990

তারিখ ...30 SEP 1990...
পৃষ্ঠা... 4 ... কলাম

বিক্ষিপ্ত ভাবনার আলোকে বই মেলা

সন্তোষ গুপ্ত

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রতি বছর অমর একুশে উপলক্ষে বই মেলার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই বই মেলা বাংলা একাডেমীতে শুরু হয়েছিল। একই সঙ্গে বৈশাখী মেলাও হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি চর্চা অধিকতর জোরদার হয়।

বাংলা একাডেমী ভাষা আন্দোলনের ফসল। এর সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িত– যুক্তির চেয়ে অনেক বেশি। আবার এ কথাও সত্য, জাতি হিসেবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যুক্তিযুক্ত দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা আন্দোলনে প্রাণদানের গৌরবে আমাদের আবেগ আরও নিবিড় সর্বজনস্পর্শী রূপ লাভ করেছে।

বই মেলাকে আমরা দু'ভাবে দেখতে পারি। একটা আবেগের দিক। আর একটা যুক্তির দিক। আবেগ আর যুক্তি মিলিয়েও দেখা যায়। পৃথক করে দেখার বিপদ আছে। সময় সময় আমরা আবেগ আর যুক্তিকে আলাদা করে তাদের ধর্ম ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিপদপাতের সূচনা করি।

আমার মনে আছে গত বছর বই মেলায় অপ্রীতিকর ঘটনা অর্থাৎ গণশিল্পী আবদুল লতিফকে লাঞ্ছনায় কেউ কেউ বেশ শিক্ষা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এরা সংস্কৃতি কমিশনের কেউ নন এবং সংস্কৃতি কমিশনের সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসের বিরোধী। গানটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সম্পর্কে ছাত্রদের ওপর কটাক্ষ করা হয়েছে এই অভিযোগে তাঁকে একদল তরুণ লাঞ্ছনা করে। ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোতে তারপর সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের দিনগুলোতে কণ্ঠশিল্পী আবদুল লতিফের অবদান সকলেই জানেন। তাকে লাঞ্ছনায় আমরা লজ্জিত বোধ করিনি। অথচ এ গানটি এর আগেও তিনি অন্যত্র গেয়েছেন। সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উপস্থিত ছিল। ছিল অসংখ্য সাধারণ শ্রোতা। গানটিতে আপত্তির কিছু নেই। ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাস প্রসার ও জিইয়ে রাখার জন্য কারা দায়ী এ প্রশ্ন করা এবং জবাব খোঁজা দরকার। এ যুক্তি কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু ছাত্রদের খুব সামান্য অংশ হলেও এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। আর তার ফলে হাজার হাজার ছাত্রের জীবনে সেশন জটসহ নানা ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু গান তো কোন সমীক্ষা বা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন নয়। তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার অর্থ অগণতান্ত্রিক ও অসহিষ্ণু মানসিকতাকে লালন–পালন। ছাত্রদের এ আচরণের নিন্দা না করে তাতে বাহবা দেয়া হয়েছে। তার আগের বছরও বাংলা একাডেমীতে বই মেলায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। তবে এ রকম নয়, ১৯৮৮ সালে এ ধরনের ঘটনার পর অনেকে বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করেছেন উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করার জন্য। প্রকাশকরাও নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। আবার এ যুক্তি এসেছে যে, বাংলা একাডেমী মূলতঃ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে বই মেলা করে বাংলা একাডেমীকে বাজারে পরিণত করা হয়েছে। যুক্তির দিক দিয়ে মানতে রাজী যে, একাডেমী প্রাঙ্গণে বই মেলার ঝামেলা আছে। একাডেমীর প্রশাসন বিভাগ বিভাগ এ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের (একাডেমীর সাথে সম্পর্কিত এবং একাডেমীতে কর্মরত) অনেক শক্তি ও সময় এসবের পিছনে ব্যয় হয়। এ যুক্তি উড়িয়ে দেয়ার নয়। তবে যে, কথাটা সবচেয়ে প্রধান এবং যার ওপর আমাদের এই মুহূর্তে জোর দেয়া উচিত তা হলো, এই বই মেলাতেই সবচেয়ে বেশী বই বিক্রি হয় এক মাসের মধ্যে। গত বছর তো প্রায় দু'কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। এই বই কেনার স্বভাব তো আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। যেমন ওঠেনি বই পড়ার স্বভাব। বই মেলা আমাদের এই দুর্নাম ঘুচানোর প্রচেষ্টায় সাথী হিসেবে কাজ করেছে। তাই বিগত দু'বছরে বই মেলাকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো যে উচ্ছৃংখলতা ফুঁসে উঠেছে তাকে উপেক্ষা না করেও বলা চলে যে, বই মেলার আয়োজন করে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এ দেশে সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে সহায়তা করেছে।

অন্ধকার দিকও নিশ্চয়ই আছে। রাজনৈতিক বিরোধের তীব্রতাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু গান, কবিতা কিংবা লেখা– যে দিকে দৃষ্টি ফিরাই না কেন তা নীচুমানের প্রচারধর্মিতাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু এগুলোই সব নয়। অথচ এই ধরনের মানসিকতায় বিব্রত এবং ক্ষুব্ধ মন আজ সুকৌশলে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বই মেলা বাংলা একাডেমী থেকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত সেই চক্রান্তের অঙ্গ, তাকে কেমন করে অস্বীকার করি।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ জন বুদ্ধিজীবী এর বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীরাও এই প্রয়াসে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন।

৬৫ জন বুদ্ধিজীবী তাদের বিবৃতির সপক্ষে বর্তমান সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বই মেলা সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। এ সম্পর্কে একটি ছোট্ট নিবেদন রয়েছে। সরকারের চরিত্র গণতান্ত্রিক, সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল হলেও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এগিয়ে এলে তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, তাও প্রকারান্তরে সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রণের শামিল। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে, তাদের শিল্প সংস্কৃতি বোধকে ছাঁচে ঢেলে নেয়ার ব্যবস্থাকে জোরদার করে। কোন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা কাম্য নয়– হোক না তা অধিকতর উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবীদার। কর্তৃত্ব সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক নয়। তাকে নিগড়ে বাঁধে, প্রকৃতিতে ফুল ফোটে, ঋতু বদলায়, রং বদলায় পৃথিবীর তার বিচিত্র সম্ভার দিয়ে। টবে সেই ফুলের চাষ, ড্রইং রুমে সেই রঙের বাহার, রুচির সমাহার প্রকৃতির কখনো প্রতিস্পর্ধী হয়ে যদি বলে প্রকৃতির কারুশালার কাজ ফুরিয়েছে, উপেক্ষার উপহাস তার প্রাপ্য। সংস্কৃতি শিল্প সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল। আবার স্বতন্ত্র বিকাশেরও সহায়ক। বাতাসকে যেমন কেউ মুঠি করে ধরে বলতে পারে না, এ আমার কথায় দিক পরিবর্তন করবে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা সত্য।

বাংলা একাডেমী নব নব গবেষণায়, উন্নত শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ করবে, দেশের ও বিশ্বের জ্ঞানী–গুণীর মিলন তীর্থে পরিণত হবে এসব মানি। সেখানে বই মেলার আয়োজন করে শক্তি ও সময়ের অপচয় কেন এমন যুক্তি কেউ দেখাতে পারেন। তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ কথাও বলতে চাই যে, সংস্কৃতির শিল্পের সাহিত্যের আয়োজন রাজ দরবার থেকে ফরাসী বিপ্লব মুক্তি দিয়েছিল এবং জনগণের মধ্যে তাকে অবারিত করার দরোজা খুলে দিয়েছিল। তাকে রাষ্ট্র নামক এক অতিকায় নৈর্ব্যক্তিক দরবারে বন্দী ক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম ... ...

যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার আয়োজনে ব্যাপৃত করা হয়, তাতে কাপালিকের শব সাধনা করে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার বিস্ময় থাকতে পারে, কিন্তু কখনই সে ঝরণাধারার মত মানব মন সিক্ত করতে পারে না।

সংস্কৃতি কমিশনের কর্মকর্তা ও সদস্যদের চক্রান্তকারী বলে তাদের আন্তরিকতাকে খাটো করতে চাই না। তারা যদি চক্রান্ত করে থাকেন তা একদিন উদঘাটিত হবে। এই সংস্কৃতি কমিশনে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা অতীতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিকাশ প্রতিহত করতে যেয়ে এমন আন্তরিকতা নিয়েই ক্ষমতার ভজনা করেছেন। এখন তা থেকে সরে এসেছেন যে শক্তির বিকাশের ধারায় তা নতুন প্রজন্মের চিন্তার ফসল। নতুবা তারা অবস্থান বদল করতেন না। সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রেও তা সত্য। সংস্কৃতি কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের জ্ঞান বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, মানুষের সৃজনশীল মননের ওপর অভিভাবকত্ব সমাজের গতিশীলতাকে স্তব্ধ করে জনপদগামী নদী স্রোতকে বদ্ধজলায় পরিণত করে। সেখানে পিছলে পড়া শেওলার বাড়–বাড়ন্ত। সভ্যতার ইতিহাসে অভিভাবকত্বের প্রজ্ঞা যদি সম্বল হতো, তবে মানুষ আজও কাঁচা মাংসভোজী স্তরেই থেকে যেত, তার সংস্কৃতির বিকাশ সঙ্গীতের সাধনা হেই–ডি– হাই–ডি– হাই জাতীয় দুর্বোধ্য ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তিজনিত চীৎকারেই জগৎ মুখরিত রাখতো। মোৎসার্টের সুর মূর্ছনা, রবীন্দ্র সঙ্গীত নজরুল,. সঙ্গীতের মহত্তম বিকাশ কখনই সম্ভব হত না। কারণ নতুন প্রজন্মকে যুগ যুগান্তর ধরে চক্রাবর্তাকারে একই স্থানে ফিরে আসত। সভ্যতার বিকাশ আর অগ্রগতি জান্তব আয়োজনের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকতো। জরাগ্রস্তের লোলগর্ব হাসি তরুণীর কলোচ্ছ্বাসকে বিপর্যস্ত করে ধর্ম রক্ষার বিজয় ঘোষণা করতো। বিশ্বেরও কোন মহৎ ধর্ম এই ধরনের অবমাননা পূর্ব–ভাবনার শুচিতা রক্ষার নামে মানবতাকে আজও করেনি।

৫ খবর

আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের শক্তিকে আয়ত্ত করার গর্ব দিয়ে তার সাধনাকে কলুষিত করা সম্ভব নয়। প্রবঞ্চনাকে প্রজ্ঞা বলে চালিয়ে দেয়ার দুঃসহ অবস্থার মুখোমুখি আমরা বহুবার হয়েছি। কেউ ক্ষোভে রোষে দূরে সরে গিয়েছেন। কেউ মানিয়ে চলার চেষ্টায় বন্ধ দরোজায় মাথা কুটে মরেছেন। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি সম্মান দেখানোর দোহাই দিয়ে তাদের নিবৃত্ত হতে বলবো না। যে ব্যক্তি পাকিস্তানী আমলে বাংলা ভাষায় কারণে–অকারণে, প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে উর্দু– আরবী শব্দ চয়ন করে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করে এক সময় আমাদের অভ্যাসের দাসত্ব নিগড়ে বেঁধে আরবী ভাষাকে বাংলা ভাষার স্থানে বসানোর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার প্রবীণতাকে (বয়সের) সম্মান দেখিয়ে বাংলা একাডেমীর বই মেলা উদ্বোধন করার ডাক পড়েছিল গত বছর। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে যদি আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের স্মরণে কোন সভায় ভাষণ দিতে আহবান জানানো হতো, তেমন ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যেতো। কিন্তু এজন্য অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকা নয়। নিজের অধিকার বুঝে নেয়া ও প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। দূরে থাকলে তো এদের ডাক পড়বেই। অধিকার অর্জন করতে হয়, অভিমানে রোষে দূরে সরে গিয়ে নিস্তার নেই। আজ বই মেলা সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব বাংলা একাডেমীর গবেষণার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আসেনি। সে পরিবেশ তো আমরা সেদিনই নষ্ট করেছি, যখন পাকিস্তানের পোশাক পাল্টিয়ে যারা সেদিন বাংলা একাডেমীর চত্বরে এসে অতীতের কৃতকর্মের অনুশোচনা ছাড়াই অধিকর্তা হয়ে বসেছে। সেদিন সকলেই ছিলাম নির্বাক। বই মেলা সরানোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বাংলা একাডেমীর সদস্য–সদস্যাদের অভিমত দরকার। নির্বাচিত কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের মত আমরা শুনতে চাই। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। ক্ষমাসুন্দর উদারতার লেশ তাতে নেই। আমরা কী কথাটা মনে রাখবো।